ধর্ষক-ধর্ষিতার বিয়ে - এ কেমন বিচার?

বেনু

প্রথম আলোয় নারীমঞ্চ তে আজ একটা তথ্য পরে ভীষন ভাবে কষ্ট পেলাম। মনটাই কেমন যেন দিশাহারা হয়ে গেল, এদের বর্বরতায়। যারা ক্ষমতাশালী হয়ে তার অপব্যবহার করে এখনো নারীদের বিভিন্ন কৌশলে নির্যাতন করেই যাচ্ছে। ভৈরব (কিশোরগঞ্জ)থেকে সুমন মোল্লা নামের এক প্রতিনিধি লিখেছেন, ওই এলাকায় নারিরা যে ধর্ষকের দ্বারা ধর্ষিত হচ্ছে সেই এলাকায় গ্রাম্য সালিশির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধর্ষক-ধর্ষিতার মাঝে বিয়ের আয়োজন করে ১৪টি ধর্ষনের ঘটনার নিষ্পত্তি ঘটিয়েছে, যদিও এরই মধ্যে মাত্র ৩টি পরিবার টিকে আছে।

প্রশ্ন হলো এটা কি ধরনের বিচার হল? একজন ধর্ষকের সাথে কিভাবে বিয়ে দেয়া হয়? যে ধর্ষক সে তো অপরাধী, তার শাস্তিতো বিয়ে করলেই শেষ হতে পারে না? আর যে অপরাধী সে বিয়ে করে ফেললেই তার চরিত্রের এই অধঃপতন বন্ধ/ঠিক হয়ে যাবে? বরঞ্চ যে ধর্ষিত তার তো এমনিতেই জীবনের একটা বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে তার উপর তাকে ধর্ষকের সাথে বিয়ে দিয়ে তাকে একেবারে ইহলৌকিক নরকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। নারীদের নিয়ে এই একবিংশ শতকেও কেমন অন্ধকার যুগের জীবনে নিয়ে যাচ্ছে, কিছু সুবিধা লোভী অসভ্য জানোয়ারেরা আর তথাকথিত ভাবধারায় বিশ্বাসীরা। আর এই ব্যাপারে তাদের কাছে জানতে চাইলে তারা কত অবলীলায় উত্তর দিয়েছে ‘‘ বিষয়টি গভীর ভাবে ভাবতে হবে-তত্ত্ব কথা বলে লাভ নেই। এটাই সত্য আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় কোন ধর্ষিত নারীকে পরে কেউ আর বউ হিসেবে ঘরে তুলতে চায়না।মুরুব্বি হিসেবে যখন একটি নারীর ভবিষ্যতের কথা ভাবি,তখন এ ধরনের সিদ্ধান্তদেয়া ছাড়া বিকল্প চিন্তা আর আসেনা।’’এটা কোন ধরনের কথা ? এ ধরনের সিদ্ধান্তেওই ধর্ষিত দের কি মতামত নেয়া হয়? যদি নেয়াই হত তবে তাদের ওই বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পর তারা সবাই এক বাক্যে একটি কথাই বলেছে,‘ যে আমার স্বামী তার প্রতি আমার যদি কোন শ্রদ্ধাই না থাকে তার সাথে কিভাবে আমি সংসার করবো?’ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি পারস্পরিক শ্রদ্ধা না থাকে সেখানে প্রেম কখনই হয়না,আর যে ধর্ষক তাকে কি ভালবাসা যায়?

আমরা কোন যুগে বাস করছি মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়ে ভাবি। নারীদের কার সাথে সংসার করতে হবে তাও এখনও নির্ধারিত হয় গ্রাম্য সালিশি তে।একটি মেয়ে যখন কোন বর্বরের দ্বারা ধর্ষিত হয় এটা কি তার অপরাধ? সে কেন এর সাজা পাবে ? কয়টা মেয়ের ক্ষেত্রে এটা প্রেম ঘটিত প্রমান হয়েছে? তার পর ও আমাদের অশিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থায় এখন প্রায়শ লক্ষিত হয় দুররা মেরে এর বিচার করা হয় এবং বরাবরের মত এই সাজার বেশিভাগ পায় নারীরা, যারা ইতিমধ্যে এমনিতেই চরম ভাবে শারিরীক এবং মানসিক নির্যাতনের ফলে জীবনের প্রতি আতঙ্কিত আর হতাশাগ্রস্থ। পরিহাস আর কাকে বলে?

বেনু
২৯/১০/০৪